UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011

এপ্রিল ২০১১ April 2011

২৩তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা Volume-XXIII, No. IV

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস

২ এপ্রিল

অটিজম বিকাশগত দিক থেকে সারাজীবন পিছিয়ে থাকার একটা বিষয় যা জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যে দেখা দেয়। বিশ্বের সকল অঞ্চলে অটিজমের হার উচ্চ এবং শিশু, তাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের ওপর এর একটি বিরাট অভিঘাত রয়েছে।

জাতিসংঘ পরিবার তার সমগ্র ইতিহাস জুড়ে বিকাশগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকা শিশুসহ পিছিয়ে থাকাদের অধিকার ও কল্যাণ এগিয়ে নিয়েছে। ২০০৮ সালে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন বলবৎ হওয়ার মধ্য দিয়ে সবার জন্য সর্বজনীন মানবাধিকারের মৌলিক নীতি দৃঢ়ভাবে পুনর্ব্যক্ত হয়।

অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্করা যাতে পূর্ণ ও অর্থবহ জীবন অতিবাহিত করতে পারে তজ্জন্য তাদের জীবনের উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজন তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২ এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ঘোষণা করেছে (এ/আরএইস/৬২/১৩৯)।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের পটভূমি

অটিজম বিকাশগত দিক থেকে সারাজীবন পিছিয়ে থাকার একটা বিষয় যা জীবনের প্রথম তিন বছরের মধ্যে দেখা দেয়। স্নায়ুর বৈকল্যের কারণে এটা ঘটে। যার ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে মস্তিষ্কে, লিঙ্গ, জাতি বা আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে বহু দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু ও বয়স্করা এর শিকার হয়। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় দুর্বলতা, বাচনিক ও অবাচনিক যোগাযোগের সমস্যা এবং নিয়ন্ত্রিত পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ, আগ্রহ ও কাজকর্ম হলো অটিজমের বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বের সকল অঞ্চলে অটিজমের হার উচ্চ এবং শিশু, তাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও সমাজের ওপর এর একটা বিরাট অভিঘাত রয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যখাতে সম্পদের অভাবের ফলে পরিবারের জন্য অটিজম উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক দুর্ভোগ বয়ে আনে। এসব রোগের সঙ্গে কলঙ্ক আরোপ ও বৈষম্য সৃষ্টি জড়িত থাকে বলে নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তা যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে। মৃত্যুর প্রধান কারণগুলোর তালিকায় শিশুদের অটিজমের বিস্তৃত বৈকল্য ও অন্যান্য মানসিক সমস্যার অনুপস্থিতির ফলে তা উন্নয়নশীল দেশের জননীতি প্রণেতা ও দাতাদের দীর্ঘমেয়াদি উপেক্ষার শিকার হয়েছে।

পিছিয়ে থাকা ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন ২০০৮ সালের মে মাসে কার্যকর হয়েছে। কনভেনশনের উদ্দেশ্য হলো পিছিয়ে

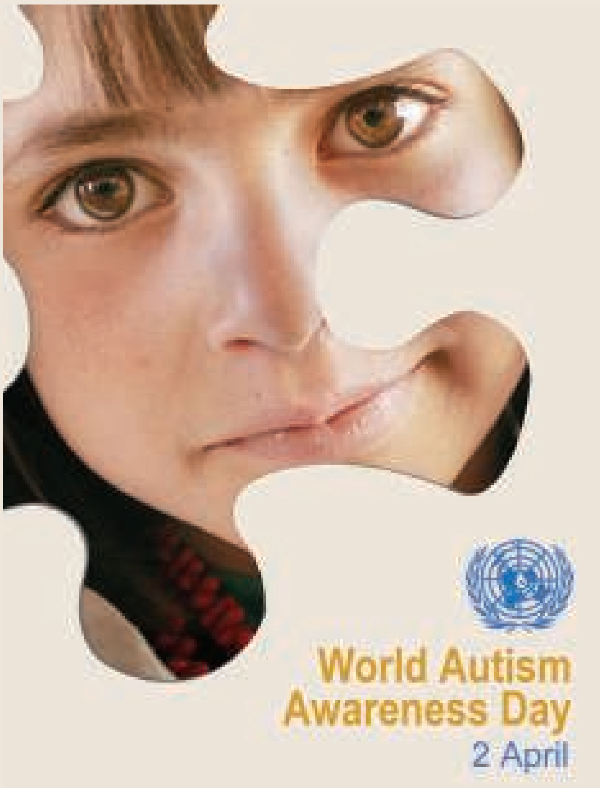

থাকা সকল ব্যক্তির সকল মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা এগিয়ে নেয়া, রক্ষা করা এবং পূর্ণ ও সমানভাবে ভোগ নিশ্চিত করা এবং তাদের সহজাত মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি করা (সূত্র : কনভেনশনের পূর্ণ বিবরণী, ধারা-১)। এটা সবার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও যত্নশীল সমাজ লালন এবং অটিজমে আক্রান্ত সকল শিশু ও বয়স্কের পূর্ণ ও অর্থবহ জীবন নির্বাহ নিশ্চিত করার একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও বয়স্করা যাতে পূর্ণ ও অর্থবহ জীবন নির্বাহ করতে পারে তজ্জন্য তাদের জীবনের উন্নয়নে সহায়তার প্রয়োজন তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২ এপ্রিলকে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ঘোষণা করেছে। (এ/আরএইস/৬২/১৩৯

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসে মহাসচিব বান কি মুনের বাণী

প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতি, জাতিগত ও সামাজিক শ্রেণীতে অটিজম অবস্থার শিশু ও লোকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানী, স্বাস্থ্য ও সেবা সম্প্রদায়ের মধ্যে অটিজম : অবস্থার স্বীকৃতি বাড়লেও জনসচেতনতা কম। তাই বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের বার্ষিক পালন কার্যক্রম ও সহায়তা গড়ে তোলার একটা সুযোগ হিসেবে সবসময়ই বৃহত্তর গুরুত্ব বহন করে।

অটিজম অবস্থার শিশু ও ব্যক্তির কলঙ্ক ও বৈষম্য এবং সহায়তালাভের সুযোগের অভাবে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অনেকে দৈনন্দিন জীবনে বহুবিধ বাধাবিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। আরো বহুসংখ্যক লোক তাদের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে নিদারুণ বৈষম্য, অপব্যবহার ও বর্জনের শিকার হয়।

অটিজম একটা জটিল বৈকল্য। তবে অনেক ক্ষেত্রেই শুরুতেই সঠিক চিকিৎসা উন্নতি আনতে পারে। তাই অটিজমের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যথাশিগগির সম্ভব সেবাদান অতি গুরুত্বপূর্ণ।

বাবা-মাকে সহায়তাদান, অটিজমে আক্রান্ত লোকদের দক্ষতা ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে তাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং অটিজমের শিকার ছাত্রদের প্রয়োজন ভালোভাবে পূরণের জন্য জনশিক্ষার উন্নয়ন করাও গুরুত্বপূর্ণ।

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সামগ্রিকভাবে সমাজ, অটিজমের শিকার ব্যক্তি, তাদের প্রিয়জন ও অন্যরা সমভাবে উপকৃত হবে। অটিজমে আক্রান্ত এক শিশুর মা যেমন বলেছেন, 'আমার কন্যা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেও আমি পাড়ি দিয়েছি দীর্ঘতর পথ।'

আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি অতিকতর যত্নশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বের লক্ষ্যে এই পথচলা শুরু করি।

আন্তর্জাতিক মাইন সচেতনতা এবং মাইন কার্যক্রম সহায়তা দিবসের পটভূমি

বেসামরিক জনগণকে স্থলমাইন ও যুদ্ধাবশেষ বিস্ফোরণের অভিশাপ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ বিদ্যমান আইনি কাঠামোগুলো সর্বজনীন করার কথা বলছে এবং সদস্য দেশগুলোকে ঐসব ব্যবস্থার প্রসার ও নতুন নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নে উৎসাহিত করছে।

মানববিধ্বংসী মাইন ব্যবহার, মজুদ, উৎপাদন ও স্থানান্তর নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের ধ্বংস সংক্রান্ত কনভেনশন, সচরাচর পরিচিত মানববিধ্বংসী মাইন নিষিদ্ধকরণ কনভেনশন ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করার পর ১৫৬টি দেশ তা অনুমোদন করেছে বা মেনে নিয়েছে। মজুদকৃত ৪ কোটি ১০ লাখের বেশি মানববিধ্বংসী মাইন ধ্বংস করা হয়েছে এবং নিহিতার্থে এগুলোর উৎপাদন, বিক্রি ও স্থানান্তর বন্ধ হয়েছে। ২০০৯ সালের ১ মার্চ ছিল কনভেনশন বলবৎ হওয়ার দশম বার্ষিকী এবং ২০০৯ সালে কলম্বিয়ার কারটাজেনায় দ্বিতীয় পর্যালোচনা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববিধ্বংসী মাইন ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধাবশেষ বিস্ফোরকের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। ২০০৬ সালের ১২ নভেম্বর মহাসচিব কতিপয় প্রচলিত অস্ত্র সংক্রান্ত কনভেনশন ২-এর যুদ্ধাবশেষ বিস্ফোরক বিষয়ক প্রটোকল ৫ বলবৎ হওয়াকে স্বাগত জানিয়ে এর সর্বজনীনীকরণ ও বাস্তবায়নে তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে গুচ্ছ যুদ্ধোপকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন।

বর্তমানে ৯৮টি দেশের স্বাক্ষর এবং ১৪টি দেশের অনুমোদন ও মেনে নেয়ার বিষয়টি কনভেনশনের দ্রুত বলবৎ হওয়াকে উৎসাহিত করছে।

জাতিসংঘ মাইন কার্যক্রম দল তার আন্তঃসংস্থা নীতি অনুসারে পরিচালিত হয়। ১৪টি দপ্তর, সংস্থা, তহবিল ও কর্মসূচি এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি, আইন বিষয়ক দপ্তর ও জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো পর্যবেক্ষক সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত এই দল প্রধান ও কার্যপর্যায়ে আন্তঃসংস্থা মাইন কার্যক্রম সমন্বয় গ্রুপের নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে দলের প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব ভূমিকা ও দায়িত্ব ও তুলনামূলক সুবিধার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে সকল মাইন কার্যক্রম স্তম্ভ ও কর্মকাণ্ডে প্রণালিবদ্ধ সঙ্গতি এবং 'জাতিসংঘের একক' একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করে চলেছে। জাতিসংঘের কৌশলগত লক্ষ্য হলো জাতিসংঘের মাইন কার্যক্রমের সহায়তার আর প্রয়োজন হবে না এমন পর্যায় পর্যন্ত মাইন ও যুদ্ধাবশেষ বিস্ফোরক সৃষ্টি মানবিক ও আর্থ-সামাজিক হুমকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে জাতীয় কর্তৃপক্ষ, ভূখণ্ড, রাষ্ট্র-বহির্ভূত পক্ষ, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সহযোগিতা এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), দাতা, বেসরকারি খাত, আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা এবং অন্যদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা। জাতিসংঘ মাইন কার্যক্রম কৌশল ২০০৬-১০-এ চিহ্নিত চারটি কৌশলগত উদ্দেশ্য অনুযায়ী জাতিসংঘের মাইন কার্যক্রমের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় : শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ মৃত্যু ও জখম হ্রাস করা; অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের শতকরা কমপক্ষে ৮০ ভাগের সম্প্রদায়ভিত্তিক জীবিকার ঝুঁকি লাঘব ও চলাচলের স্বাধীনতা প্রসারিত করা, কমপক্ষে ১৫টি দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও পুনর্গঠন পরিকল্পনা ও বাজেটে মাইন কার্যক্রমের প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত করা; স্থলমাইন/যুদ্ধাবশেষ বিস্ফোরকের হুমকি সামলানোর মতো জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করা এবং একই সঙ্গে অন্তত ১৫টি দেশে বাড়তি সাড়ার সামর্থ্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

১. স্থলমাইন হলো নীরব ও গোপন অস্ত্র। স্থলমাইন লোকের চোখে পড়ে না; কিন্তু পথ চলতে গিয়ে পা পড়ে মাইনের ওপর, ফলে ঘটে হতাহতের ঘটনা। ৬০টির বেশি দেশে মাটির নিচে লাখ লাখ স্থলমাইন রয়েছে। স্থলমাইনে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ হতাহত হয় এবং এদের অনেকেরই বাস বিশ্বের দরিদ্রতম এলাকাগুলোতে।
২. স্থলমাইন ও অবিস্ফোরিত সমরাস্ত্র (যা ইউএক্সও নামেও পরিচিত) মূলত যুদ্ধ ও সংঘাতের সময় সামরিক কাজে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এসব যুদ্ধ ও সংঘাত শেষ হয়ে যাওয়ার অনেককাল পরও যুদ্ধ ও সংঘাত যেখানে হয়েছিল সেখানে স্থলমাইন এবং ইউএক্সও-তে মানুষের প্রাণ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোয়া যাচ্ছে।
৩. স্থলমাইন পরিবীক্ষণের হিসেবে, স্থলমাইনে প্রতি বছর এখন ১৫ থেকে ২০ হাজার হতাহতের ঘটনা ঘটছে। তবে কতগুলো মাইন আছে। বা কত লোক হতাহত হয়েছে তার সঠিক হিসাব করা অসম্ভব। কারণ সব ঘটনা জানানো হয় না এবং বিগত বছরগুলোতে কত লাখ মাইন মাটিতে বসানো হয়েছে তার নির্ভুল হিসাব করারও কোনো উপায় নেই।
৪. স্থলমাইন মানুষকে হতাহতের চেয়ে বেশি কিছু করে; একটি সম্প্রদায়ের সমগ্র জীবনকে তা তছনছ করে দেয়। স্থলমাইনে হতাহত হওয়ার ভয়ে অনেক সময় উদ্বাস্তু ও বাস্তুহারাদের পক্ষে নিজভূমে সেবা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রত্যেকের দুর্ভোগ অনেক অনেক দীর্ঘায়িত করে।
৫. সৌভাগ্যের কথা হলো, শনাক্ত ও অপসারণ করা বেঁচে থাকা লোকদের

সহায়তাদান, শিক্ষাদান ও ভবিষ্যত উৎপাদন নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বিশ্বকে স্থলমাইনমুক্ত এবং সম্প্রদায়গুলোর বসবাস নিরাপদ করার জন্য কাজ করছে। তবে নিষিদ্ধ করা এবং বিশ্বকে স্থলমাইনমুক্ত করার কাজে অগ্রগতি হলেও আরো অনেক কাজ করতে হবে। যদি চান, তবে এক্ষেত্রে আপনি সাহায্য করতে পারেন।

৬. একটি ওয়েবসাইটে দেখানো হয়েছে স্কুল—মাইনমুক্তকরণ স্কুল। বিশ্ব জুড়ে স্থলমাইনের ব্যবহার, এগুলো যে ধ্বংসলীলা ঘটায় তা শেখানো হয়। এসব অস্ত্র থেকে বিশ্বকে মুক্ত করতে তোমার মতো শিশুরা কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তুমি যেভাবে শুরু করবে :

- স্থলমাইন ও মাইন কার্যক্রম সম্পর্কে তুমি যা পার তার সবকিছু শিখে নেয়ার মাধ্যমে।
- মাইনের ব্যবহার এখনো কেন অব্যাহত রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করার মাধ্যমে।
- যেভাবে তুমি সাহায্য করতে পারবে তা কল্পনা করার মাধ্যমে।
- বিশ্বব্যাপী অন্য যেসব শিশু ও কর্মী 'মাইন কার্যক্রমে' অংশ নিচ্ছে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে। বিশ্বজুড়ে শিশুদের জীবন ও সম্প্রদায়ে স্থলমাইনের আরো ধ্বংসলীলা রোধ করার জন্য এই প্রকল্পে যোগ দিয়ে জাতিসংঘ এবং তোমার মতো শিশুদের সঙ্গে কাজ করে তুমি শুরু করতে পার।
- অংশগ্রহণ করা স্থলমাইনে ক্ষতিগ্রস্তদের জীবন এবং তোমার জীবনেও একটা ভিন্নতা আনতে পারে। তুমি সাহায্য করতে পার!

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

এম ডি জি বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

৫-৬ মার্চ, ২০১১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজের যৌথ উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জ জেলাস্থ রূপগঞ্জ উপজেলার হাজি মুহাম্মদ এখলাছ উদ্দিন ভুঁইয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে এম ডি জি ও তথ্য সাক্ষরতা বিষয়ে দু' দিনব্যাপী এক সেমিনার, কুইজ ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে উক্ত স্কুলের মোট ১০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। স্কুল গভর্নিং বোর্ডের সভাপতি লায়ন মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মিলন কৃষ্ণ হালদার। দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মেজবাহ উল ইসলাম, সিস-এর পরিচালক মিনহাজ উদ্দিন আহম্মেদ ও জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণে মূল উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ব্যবহার সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সম্যক ধারণা প্রদান। প্রশিক্ষণ শেষে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বক্তব্য রাখছেন কাজী আলী রেজা

প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিবৃন্দ

দাসপ্রথা এবং ট্রান্স-আটলান্টিক দাস ব্যবসার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস পালন

৩০ মার্চ, ২০১১

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে গত ৩০ মার্চ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে দাসপ্রথা এবং ট্রান্স-আটলান্টিক দাস ব্যবসার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস পালন উপলক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠান, কবিতা পাঠ ও নাটিকার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ডেইলি সান পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রধান অতিথি এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। পরে কবিতা পাঠের আসরে অংশগ্রহণ করেন কবি মুহাম্মদ সামাদ, কবি মহাদেব সাহা ও আবৃত্তিকার মাহবুব পারভেজ। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা 'আমরা সাম্যের গান গাই' বিষয়ক নাটিকা প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথি ও ছাত্রছাত্রীরা

চিত্রে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যক্রম

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও চিত্র প্রদর্শনী

২ এপ্রিল ২০১১

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ এবং বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এক আলোচনা অনুষ্ঠান ও চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ লেকচার থিয়েটারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিপিএফের নির্বাহী পরিচালক ড. শামীম ফেরদৌস এবং সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ড. মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ। দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অটিজম বিষয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ যৌথভাবে উপস্থাপনা করেন বিপিএফের প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী রোমেলা মোর্শেদ ও ফেরদৌসী মওলা। জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন তথ্য কেন্দ্রের জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান। কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অটিস্টিক শিশুদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের প্রায় তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী এবং বেশ কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

অটিস্টিক শিশুদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী

সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

৯ মার্চ ২০১১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল গত ৯ মার্চ স্কুল অডিটোরিয়ামে যৌথভাবে আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন এবং স্কুলের অধ্যক্ষ জি.এম. নিজাম উদ্দিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী পাঠ করেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের মো. মনিরুজ্জামান।

অক্সফোর্ড স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পরে চিত্রাঙ্কনে বিজয়ীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস

বিশ্বের অনেক দেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এটি এমন এক দিবস যখন জাতিগত, জাতিসত্তাগত, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিভেদ ব্যতিরেকে নারীর অর্জন স্বীকৃত হয়। এটি হলো অতীতের সংগ্রাম ও অবদান এবং আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নারীর জন্য অপেক্ষমাণ অব্যবহৃত সম্ভাবনা ও সুযোগ অন্বেষণের প্রত্যাশায় সামনে তাকানোর সময়।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ চলাকালে জাতিসংঘ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন শুরু করে। দু'বছর পর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা সদস্য দেশগুলো তাদের ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বছরের যে কোনো দিন পালন করবে। উপযুক্ত প্রস্তাব গ্রহণকালে সাধারণ পরিষদ শান্তি প্রচেষ্টা ও উন্নয়নে নারীর ভূমিকা স্বীকার করে এবং বৈষম্যের অবসান ও নারীর পূর্ণ এবং সমঅংশগ্রহণের প্রতি সমর্থন বাড়ানোর আহ্বান জানায়।

উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপজুড়ে বিশ শতকের প্রারম্ভে শ্রমিক আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রথম সূচনা হয়।

- **১৯০৯** যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রথম জাতীয় নারী দিবস পালন করা হয়। মেয়েদের কাজের পরিবেশের প্রতিবাদে ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমেরিকার সোশালিষ্ট পার্টি দিনটি নির্ধারণ করে।
- **১৯১০** নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং নারীর সর্বজনীন ভোটাধিকার অর্জনে সমর্থন গড়ে তোলার জন্য কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সোশালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক ধরনের একটি নারী দিবস প্রতিষ্ঠা করে। ১৭টি দেশের ১শ'র বেশি নারীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে অভিনন্দিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ফিনল্যান্ডের পার্লামেন্টে প্রথম নির্বাচিত তিনজন নারী ছিলেন। নারী দিবস পালনের কোনো তারিখ সেখানে নির্ধারিত হয়নি।

- **১৯১১** কোপেনহেগেনের উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক নারী দিবস সূচিত হয় (১৯ মার্চ)। এসব দেশে ১০ লাখের বেশি নারী-পুরুষ সমাবেশে যোগ দেয়। ভোটদান ও সরকারি পদে নিয়োগের অধিকার ছাড়াও তারা নারীর কাজ ও বৃত্তিমূলক অধিকার এবং চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান দাবি করে।
- **১৯১৩-১৪** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর একটা ব্যবস্থাও হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। শান্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে রুশ নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার তাদের প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। ইউরোপের অন্যত্র পরের বছরের ৮ মার্চ বা তার কাছাকাছি তারিখে যুদ্ধের প্রতিবাদ বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংহতি জানাতে নারীরা সমাবেশ করে।
- **১৯১৭** যুদ্ধের প্রেক্ষাপটের বিরুদ্ধে রাশিয়ার নারীরা ফেব্রুয়ারির শেষ রোববার 'রুটি ও শান্তির' জন্য প্রতিবাদ ও ধর্মঘটকে বেছে নেয় (গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী দিনটি পড়েছিল ৮ মার্চ)। চার বছর পর জার ক্ষমতাচ্যুত হলে অস্থায়ী সরকার নারীর ভোটাধিকার মঞ্জুর করে।

প্রথম দিককার সেই বছরগুলোর পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এক বৈশ্বিক মাত্রা পরিগ্রহ করে। ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন জাতিসংঘের চারটি বিশ্ব নারী সম্মেলনের মাধ্যমে বেগবান হয়। যা নারীর অধিকারের প্রতি সমর্থন গড়ে তোলা এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত হওয়ার একটি কেন্দ্রবিন্দুকে স্মারকে পরিণত করে। ক্রমবর্ধমান হারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি সময় যখন অর্জিত অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করা, পরিবর্তনের ডাক দেয়া এবং যেসব সাধারণ নারী নিজ নিজ দেশে ও সমাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের সাহসিকতা ও সঙ্কল্পের কাজকে উদযাপন করা হয়।

জাতিসংঘ এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতা

১৯৪৫ সালে স্বাক্ষরিত জাতিসংঘ সনদই প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি যাতে নারী-পুরুষের সমতার নীতি দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়। সেই থেকে বিশ্বব্যাপী নারীর মর্যাদা এগিয়ে নিতে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্মকৌশল, মান, কর্মসূচি ও লক্ষ্যের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার সৃজনে সহায়তা করেছে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ এবং তার কারিগরি সংস্থাগুলো স্থিতিশীল উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জনে পুরুষের সমান অংশীদার হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীর ক্ষমতায়ন জাতিসংঘের প্রচেষ্টার একটা মূল বিষয় হিসেবে অব্যাহত রয়েছে।

পানি আমাদের জীবন

> বিশ্বের পর্বতের প্রায় সবগুলো হিমবাহ এখন গলে যাচ্ছে, যার অনেকগুলোই গলছে দ্রুত। এর মধ্যে একটা বার্তা আছে। একটি পীড়াদায়ক সত্য
>
> —আল গোর

উগান্ডার কামপালার গয়োজা হাই স্কুলের এক দল ছাত্রী স্কুল এবং আশপাশের সম্প্রদায়ের পানির বিষয় নিয়ে উপপ্রধান শিক্ষক ডড়ুঙ্গু রোনালডের সঙ্গে আলোচনায় বসে। আমাদের শিক্ষক একটি বিশ্ব পরিবেশ কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানান এবং কানাডায় অবস্থিত সংস্থা গ্রিন কন্ট্রিবিউটরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সংস্থাটি বিশ্বের স্কুলগুলোর সঙ্গে সংযোগ রচনা করে পরিবেশ বিষয়ক সহযোগিতামূলক কর্মসূচিতে ছাত্রদের অংশগ্রহণের সুযোগদান করে। তাদের সংযোগ সূত্রে আমরা উগান্ডার আরো দুটি স্কুল—জিনজার পারবাটিবেন মুলজিভাই মাধবানি (পিএমএম) গার্লস স্কুল ও নকোকোনজেরুর সেন্ট পিটার্স সেকেন্ডারি স্কুলের সঙ্গে সহযোগিতামূলক কাজ করি।

আমরা শিক্ষক ও ছাত্রদের ই-মেইল করে তাদের সম্প্রদায়ে পানির দুষ্প্রাপ্যতা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি অনলাইন শ্রেণীকক্ষে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। আমাদের অংশগ্রহণকারী ছিল ৪০। এর মধ্যে একজন ছিল পিপিএনএর সক্রিয় সদস্য আমিনা শরীফ। তার গবেষণালব্ধ দৃষ্টান্ত ও বিভিন্ন দেশে অনুরূপ পরিস্থিতির মাধ্যমে তার সৃজনশীলতা আলোচনায় যথেষ্ট অবদান রাখে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে আমরা পানির প্রাপ্যতা এবং স্কুলের ভেতর ও বাইরে তার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা এবং পানির ওপর একটি নিরীক্ষা পরিচালনা করি। আমরা আমাদের স্কুলে ব্যবহৃত পানির গড় পরিমাণ হিসাব করি যা একটি নলকূপ থেকে পাম্পের সাহায্যে উত্তোলন করা হতো। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমাদের স্কুলের ছাত্ররা কদাচিৎ এক ফোঁটা পানি জোটে এমন অনেক লোকের কথা না ভেবেই পানির অপচয় করত। গুরুত্বপূর্ণ হলো, আমরা সমস্যাটি তুলে ধরার জন্য এই কার্যক্রম গ্রহণ করি।

চতুর্থ সপ্তাহে দলটি নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের কূপ পরিদর্শন করে। দেখে হতাশ হতে হলো যে, লোকে পায়খানার কাছে অবস্থিত কূপ থেকে নোংরা পানি সংগ্রহ করছে যা শেওলায় ভরা। সাক্ষাৎকারে বেশ কিছুসংখ্যক শিশু জানিয়েছে যে, তারা টাইফয়েডে ভুগেছে এবং বয়স্করা আমাদের জানান যে, চিকিৎসা ব্যয়বহুল, যাতে উগান্ডার মুদ্রায় ৯০ হাজার শিলিং বা ৪৫ ডলার ব্যয় হয়।

জোয়ান নাসিওয়া কাওয়াগালা

পরে আমাদের পার্শ্ববর্তী এক প্রাইমারি স্কুলে একটি দিশারী প্রকল্পে বয়স্ক ও শিশুদের মনোভাবে পরিবর্তন আনার আশায় একটি সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচিসহ পানির দুষ্প্রাপ্যতার ওপর আমরা গবেষণা চালাই। গ্রিন কনট্রিবিউটর পানি বিষয়ক কর্মসূচি সম্পর্কিত একটি পাঠ্যক্রম এবং সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব একুয়ারিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এসওডিআইএস) থেকে প্রাপ্ত পানি শোধন বিষয়ক একটি পুস্তিকা দিয়ে আমাদের সহায়তা করে। এসওডিআইএস পদ্ধতিতে সূর্যের আলোকে খাবার পানি শোধন এবং এতে সচরাচর পরিচিত পিইটি বা পলিথিলিন টেরেসথালেট বোতল ব্যবহার করা হয়। উগান্ডার স্বাস্থ্য বিপণন গ্রুপ পানি শোধনের জন্য পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের ব্যবহার প্রচলন এবং এগারোটি পানির ট্যাঙ্ক দান করার মাধ্যমে আমাদের সহায়তা করেছে। আজকে প্রতিটি ট্যাঙ্কে ভর্তি করা এবং পানি শোধন নিশ্চিত করার জন্য আমাদের স্কুলের প্রতিটি পানি স্থলে একজন পানি রক্ষক থাকে।

এই প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে আমরা কী আবিষ্কার করেছি ও শিখেছি?

আমাদের দিশারী স্কুলের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্র এক বা কয়েকটি পানিবাহিত রোগের কারণে প্রত্যহ স্কুল খোয়াতো। আমরা এটাও শুনেছি যে, কেনিয়ায় গ্রিন কনট্রিবিউটর কর্মসূচিতে অংশ নেয়া শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ ছাত্র এসব রোগের কারণে প্রত্যহ স্কুল হারাতো। একটি শিশু দূষিত পানিতে পীড়িত হওয়ার কারণে তার স্কুলে যাওয়ার মৌলিক অধিকার হারাবে কেন?

আমরা আবিষ্কার করেছি যে, অনিরাপদ পানি পানের বিপদ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণই সবচেয়ে বড় বিপদ।

আমাদের স্কুলের পানির পাম্প যখন নষ্ট করে দেয়া হতো এবং সমগ্র স্কুলে যখন এক ফোঁটা পানিও থাকত না তখন পানি সংরক্ষণের চিরাচরিত উপায়ও আমরা শিখেছি। আমরা বৃষ্টির পানি জমিয়ে রেখেছি।

আমরা স্কুল ফটকের বাইরেও সাহসী উদ্যোগ নিয়েছি এবং প্রবীণ ও যুবজনকে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করেছি। এটা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের নিকটতর করেছে।

আমার বন্ধু মারথা বলেছে, 'আমি এই প্রকল্প থেকে প্রকৃতই যথেষ্ট অর্জন করেছি এবং আশা করছি যে, যেখানে আমি যাই সেখানেই এটা চালিয়ে যাব। এটা একটা জীবন পরিবর্তনের কাজ। আরেক বন্ধু প্যাশেন্স বলেছে, 'পানি যথাযথভাবে ধরে রাখা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি যে কোনো কিছু করতে চাই। আমাদের সমাজে পানির মূল্য আমি জেনেছি।'

গ্রিন কনট্রিবিউটরের সংযোজিত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত আমাদের শিক্ষা চক্র সম্পূর্ণ করছে, যার মাধ্যমে আমরা বিশ্বের অনেক স্কুলের সঙ্গে সংযোগ সাধনে সক্ষম। আমরা গ্রিন কনট্রিবিউটরের নোডালের একটি স্কুল হওয়ার মডেল ব্যবহার করে শিক্ষক এবং গ্রিন কনট্রিবিউটর ও অন্যান্য

সংস্থার সহায়তা নিয়ে আমাদের সম্প্রদায়ের (এবং আশা করছি যে, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর) অন্যান্য স্কুলে পৌঁছে ছাত্রদের পানি স্বাস্থ্যবিধি, শোধন ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং এ ক্ষেত্রে বাবা-মা ও বয়স্কদের সক্রিয় অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানোর পরিকল্পনা করছি।

এ কাজের অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত। কখনো হাল ছাড়ব না।

আন্তর্জাতিক মা ধরিত্রী দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

মা ধরিত্রী-আমাদের একমাত্র আবাস— চাপের মধ্যে রয়েছে। আমরা তার কাছে ক্রমান্বয়ে আমাদের অযৌক্তিক চাহিদা বাড়িয়ে চলেছি এবং সে তুলে ধরছে ক্লান্তি। মানুষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে আমরা খাদ্য ও পানীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রকৃতির অকৃপণদানের ওপর নির্ভর করেছি। আমরা প্রায়ই প্রকৃতির কাছ থেকে পুঁজি নিয়েছি, কিন্তু ফিরিয়ে দেইনি। আমরা এখন আমাদের বিনিয়োগের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থতার পরিণাম দেখা শুরু করেছি।

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং ওজোন স্তরের শূন্যত্ব কঠিনতম দৃষ্টান্তগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য অবিশ্বাস্য ধরনের প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা যে জীববৈচিত্র্য পৃথিবীর বুকে আমাদের টিকিয়ে রেখেছে তার দ্রুত অবনতি ঘটছে। মিঠা পানি ও সামুদ্রিক সম্পদ ক্রমবর্ধমান হারে দূষিত হচ্ছে; মৃত্তিকা ও এককালের অতিপ্রজ মৎস্য ভাণ্ডার ব্যাপকহারে ফুরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের তত্ত্বাবধায়কের অবহেলাভরা দায়িত্বের অভিঘাত বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ লোকেরা নিদারুণভাবে টের পাচ্ছে; এরা হলো মরুপ্রান্তবাসী; আদিবাসী সম্প্রদায়; গ্রামীণ দরিদ্র, বিশ্বের ক্রমবিস্তৃত মহানগরগুলোর নোংরা বস্তিবাসী। দারিদ্র্যের নিগড় ভেঙে তাদের সমৃদ্ধি দিতে গেলে ন্যূনতম যা প্রয়োজন তা হলো উর্বর জমি, পরিষ্কার পানি ও পর্যাপ্ত স্যানিটেশন।

মা ধরিত্রীর অকৃপণদানের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশের স্থিতিশীলতা হলো জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এক দশক আগে গৃহীত আটটি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যের একটি। লক্ষ্যগুলো অর্জনের সময়সীমা ২০১৫ সাল। এ বছর সেপ্টেম্বরে আমি মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য নিউইয়র্কে একটা শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করব এবং সেখানে বাস্তব পদক্ষেপ ও সময় বেঁধে দিয়ে একটি বাস্তবানুগ, ফলমুখী পরিকল্পনার কর্মএজেন্ডা তৈরি করব। মা ধরিত্রীকে রক্ষা করা হবে আমাদের কর্মকৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পরিবেশগত একটি স্থিতিশীল ভিত্তি ব্যতীত দারিদ্র্য ও ক্ষুধা বিদূরণ এবং স্বাস্থ্য ও মানবকল্যাণ বৃদ্ধির যে লক্ষ্য আমাদের রয়েছে তা অর্জনের আশা কম। এসব এবং আরো অনেক কারণে সাধারণ পরিষদ ঘোষণা করেছে যে, প্রতি বছর ২২ এপ্রিল আমরা আন্তর্জাতিক মা ধরিত্রী দিবস পালন করব। বিশ্বের সকল সরকার, ব্যবসায়ী ও নাগরিকের প্রতি আমাদের মা ধরিত্রীকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা এবং যত্ন করার জন্য আমি আহ্বান জানাই।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ফ্যাক্স : ৮১২৯০৪৭ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 811 86 00 Fax: 8129047 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org